দৃষ্টি বিজয়ী

ব্রেইল ও কালির সংস্করণসহ-

মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট এর একটি নিয়মিত প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২১, ● পঞ্চম বর্ষ ● ৩৮তম সংখ্যা ● মূল্য: দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে, অন্যদের জন্য হাদিয়া ২০০ টাকা

দৃষ্টি বিজয়ী

ব্রেইল ও কালির সংস্করণসহ-

মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট এর একটি নিয়মিত প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২১ ● পঞ্চম বর্ষ ● ৩৮তম সংখ্যা ● মূল্যঃ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে, অন্যদের জন্য হাদিয়া ২০০ টাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে-এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির যাদুর স্পর্শে দেশের প্রায় সকল খাতের কাঠামো এবং কার্যক্রমের ধরণ পাল্টে যাচ্ছে দিন দিন। বলতে গেলে, দেশের সর্বত্রই এখন ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া। শিক্ষা খাতেও ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া অন্য যে কোনো খাতের তুলনায় খুব একটা কম নয়। দেশজুড়ে সরকার ৬৬৮৬টি ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল নজরদারির আওতায় আনার লক্ষ্যে চালু করা হচ্ছে 'ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম' বা 'পিয়ার ইন্সপেকশন' নামে একটি অত্যাধুনিক সফটওয়্যার। এ সবই শিক্ষাখাতে প্রযুক্তি তথা ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর ফসল। সরকারের শিক্ষাখাতে ডিজিটাল ব্যবস্থার অনেক সফলতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষাখাতে ডিজিটাল ব্যবস্থা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। দেশব্যাপী বাংলাদেশ সরকারের 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ চলমান জরিপ কর্মসূচি'র তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে জরিপভূক্ত ১২ ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার মানুষের সংখ্যা ২১ লাখ ৭৭ হাজার ৯৮১ জন। ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির ৯ হাজার ১৯৬ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য সরকার ব্রেইল পদ্ধতির বই ছাপিয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগগুলো শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য। উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোনো ডিজিটাল ব্যবস্থা। এমনকি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক যে ডিজিটাল বই আপলোড করা হয় তাও প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়। শিক্ষাখাতে প্রতিবন্ধী মানুষের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে যথাযথ ও সচেতনভাবে আইসিটি ব্যবহার করা গেলে প্রতিবন্ধী মানুষের টেকসই উন্নয়নে প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগ হতে পারে এক কার্যকর হাতিয়ার।

ভিন্ন ধারার এই পত্রিকার প্রতি আপনাদের আগ্রহ আমাদের উৎসাহ দেয়। ব্রেইল পত্রিকাটি সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং এম্বস করার ব্যাপারে যারা যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পত্রিকাটির বেশিরভাগই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লেখা বা সংগ্রহ করা। তাই অন্য পত্রিকার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। এম্বস টিমের সংশ্লিষ্ট সকলে যথেষ্ট আন্তরিক থাকা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে।

পত্রিকাটির মান উন্নয়ন করার জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শকে আমরা সবসময় স্বাগত জানাই। যে উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি। আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শে পত্রিকাটি দিন দিন ভিন্ন মাত্রা পাবে এই প্রত্যাশা করছি।

সূচিপত্র

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাশে ব্যাংক এশিয়া-০৩
- চাকরি খুঁজছেন? প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ-০৫
- আমি মেঘ বলছি-০৬
- স্বাস্থ্যবিধির সনদে-০৭
- ১৫ বছর বয়সে বিশেষ বর্ণমালা তৈরি করেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্রেইল-০৭
- অনিকের সাফল্যের গল্প-০৯
- হুইলচেয়ারে করে ২৫০ মিটার উঁচুতে উঠলেন পা হারানো পর্বতারোহী-১১
- টিকা পেতে অ্যাপ আবেদন যেভাবে-১১
- আসছে ইমোশন রিকগনিশন প্রযুক্তি-১২
- কৌতুকের কাতুকুতু-১৩

সম্পাদক

মোঃ মনিরুজ্জামান খান

টিমঃ

আশিকুর রহমান অমিত
নাজমুল আলম
ডেনিস মিল্টন ক্রুজ
লাভলী খাতুন
মোঃ বজলুর রহমান
জুলফিকার হায়দার
মুঈন মুহাম্মদ ইনান
মোঃ সাইফুল ইসলাম
জেমস্ শশাঙ্ক সরকার

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট (বিডিডিটি)
বাড়ি # ২০(দ্বিতীয় তলা), বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইলঃ ০১৮১৯১১৬০৫৫
ই-মেইল ঃ info@bddt.org অথবা md.monirinan@gmail.com

লেখা ও পত্রিকার মান উন্নয়নে পরামর্শ আহ্বান

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট-বিডিডিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০০৯ সালে NGO বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশি-বিদেশি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, ত্রাণ বিতরণ, ব্রেইল এম্বস ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে আসছে। বিডিডিটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের মাঝে বিভিন্ন সংবাদ, গল্প ও শিক্ষামূলক বিষয় পৌঁছে দেয়ার জন্য "দৃষ্টি বিজয়ী" নামে নিয়মিত একটি মাসিক পত্রিকা (ব্রেইল ও কালির লেখা একত্রে) প্রকাশ করছে। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা এবং এর মান উন্নয়নে সুচিন্তিত পরামর্শ আহ্বান করছি-

যেসব বিষয়ে লেখা আহ্বান করছি- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় (২) অর্থনৈতিক বিষয়ক (৩) বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত (৪) গল্প, কবিতা, ছোট গল্প, খেলাধুলা ইত্যাদি (৫) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী (৬) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত যেকোনো বিষয়।

আপনার লেখাটি যদি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য নির্বাচিত হয় তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে তা চূড়ান্ত করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত পত্রিকা আমাদের ওয়েবসাইটে (www.bddt.org) পাওয়া যায়।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা info@bddt.org অথবা md.monirinan@gmail.com
ই-মেইল এর বিষয়ে News for braille newspaper or suggestion for braille newspaper লিখতে হবে।

এই সংখ্যা প্রকাশে যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করেছে

Dutch-Bangla Bank
YOUR TRUSTED PARTNER

IFIC BANK

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে

ব্যাংক এশিয়া

সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হলো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। আর এদের উন্নয়নে সহায়তা করতে এগিয়ে আসা মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও সমাজে তেমন বেশি নেই। অথচ সুযোগ পেলে এই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দেশের উন্নয়নে অন্য সকল মানুষের মতো সমান ভূমিকা রাখতে পারে। যে গুটিকয়েক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসছে, ব্যাংক এশিয়া তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আরফান আলী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রতি অত্যন্ত মানবিক ও মানব সেবাব্রতী ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে ব্যাংক এশিয়া দৃষ্টিহীনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলস্বরূপ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের আর্থিক খাতের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়া। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম যে দুইটি কাজ করছে তা হলো- ব্রেইল মেটারিয়াল দিয়ে সহযোগিতা এবং জন্মান্ধ শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা লেখাপড়া করে মূলত ব্রেইল পদ্ধতিতে। ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করতে গিয়ে তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো ব্রেইল পদ্ধতির বইসহ অন্যান্য মেটারিয়ালের অপ্রতুলতা। এটি সমাধানের উদ্দেশ্যে গত ৩০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জনাব মোঃ আরফান আলী** বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট'-কে একটি ব্রেইল প্রিন্টার (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উপযোগী মুদ্রণযন্ত্র) অনুদান হিসেবে প্রদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোহাম্মদ বোরহান উদ্দীন, ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশনের এসভিপি জনাব এ.কে.এম মিজানুর রহমান, ব্যাংক এশিয়া টাওয়ার শাখা প্রধান জনাব মোঃ আবদুল লতিফ, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়নট্রাস্টের সহাকারী পরিচালক ফাতেমা আক্তার, রিসোর্স মোবিলাইজার লাভলী খাতুন ও বিডিডিটি এরট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য শাহীনুর মির্জাসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট (বিডিডিটি)-এর একটি আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রিন্টিং সেকশন রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবির মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতো প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি বই উৎসবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদেরও ব্রেইল বই বিতরণ করা হয়। বিডিডিটির ব্রেইল সেকশন থেকে এনসিটিবির উক্ত বই ব্রেইল মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিডিডিটি এর ব্রেইল প্রিন্টিং সেকশন থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের মাঝে আল-কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রেইল পদ্ধতিতে আল-কুরআন এবং আরবি কায়দা প্রকাশ করা হয়। যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পাঠকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া "দৃষ্টি বিজয়ী" নামে ব্রেইল এবং কালির সংস্করণসহ বিডিডিটি একটি মাসিক ব্রেইল পত্রিকা প্রকাশ করে। বিডিডিটি থেকে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় খবর পাওয়ার পাশাপাশি তাদের মনের খোরাকও যোগায়।

ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশিত বিডিডিটির সকল উপকরণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। ব্যাংক এশিয়া কর্তৃক অনুদান হিসেবে বিডিডিটিকে একটি ব্রেইল প্রিন্টার প্রদান করায় বিডিডিটির এই কার্যক্রমে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। ব্রেইল সংক্রান্ত যেকোনো প্রকার সহযোগিতার জন্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন ই-মেইল : info@bddt.org বা মোবাইল: ০১৮১৯১১৬০৫৫

ব্যাংক এশিয়ার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের আরও একটি দৃষ্টান্ত হলো জন্মান্ধ শিশুদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ। সমাজের প্রতিটি শিশুর স্বীয় দৃষ্টিশক্তিতে পথচলার অধিকার রয়েছে- এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ব্যাংকটি ২০০৫ সাল থেকে দেশের সামর্থ্যহীন পরিবারের জন্মান্ধ শিশুদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সমর্থহীন পরিবারের জন্মান্ধ শিশুদের (০-৮) সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে ব্যাংকটি। জন্মান্ধের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে অপারেশন, ঔষধপত্র এবং আনুষঙ্গিক খরচ বহন করে ব্যাংক এশিয়া। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ১১৬৭ জন জন্মান্ধ শিশু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।
দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ তার পরিবার বা নিকটাত্মীয় জন্মান্ধ শিশুর চিকিৎসা সহায়তার ব্যাপারে ব্যাংক এশিয়ার নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

Leonard Cheshire

i2i Innovation to Inclusion

চাকরি খুঁজছেন ?

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ"

Innovation to Inclusion (i2i) প্রযুক্তিভিত্তিক তিন বছর মেয়াদি একটি কার্যক্রম যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। UK Aid এর আর্থিক সহায়তায় এবং ব্রিটিশ প্যান ডিজঅ্যাবিলিটি দাতব্য সংস্থা Leonard Cheshire এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি কনসোটিয়াম কর্তৃক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭,০০০ প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষের মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনা ফিতে অনলাইন প্রশিক্ষণ, কর্মজীবন সম্পর্কিত পরামর্শ এবং শোভন কাজ খোঁজার জন্য প্রবেশগম্য একটি অনলাইন পোর্টাল "i2i ক্যারিয়ার এড-ভাইজার (i2i Career Advisor)" তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে আজই নিচের লিংকে নিবন্ধন করুন এবং অন্য প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষকে নিবন্ধিত হতে সহযোগিতা করুন।

www.i2i.net.bd

ঘরে বসেই ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ এ পোর্টালে (www.i2i.net.bd) নিবন্ধিত হয়ে এ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে i2i প্রকল্পের লক্ষিত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণকালীন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। নিবন্ধিত হতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ০১৭৩০৩৬৯৮০১, ০১৭৩০৩৬৯৮০২ এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

আমি মেঘ বলছি...

আমি মেঘ বলছি ...
তোমার নীলে উড়বো বলে আঁশ..
তোমার পথের পানে চেয়ে
পালগুলো মোর যায় যে বয়ে
আমার সময় রয়ে রয়ে
কাটায় বারো মাস...
তোমার নীলে উড়বো বলে আঁশ ...

স্রোতের মতো আসো তুমি
ভাসাও মোরে সারাটি দিন...
অস্তাচলের রবির সাথে
তোমার অন্তর্ধান...
কেমন করে বাঁচি বলো ?
যাও যে চলে আপন ঘরে
হরণ করে প্রাণ...
তবু তোমার আশায় আশায়
আমার স্বপ্ন চাষ...
তোমার নীলে উড়বো বলে আঁশ...

আমি মেঘ বলছি ...

হাসি রাণী বেপারী
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড অব ক্রেডিট
কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
E-mail : hasimmbl20@gmail.com

স্বাস্থ্যবিধির সনদে

মোঃ আমিনুল এহছান মোল্লা

যদি স্বাস্থ্যবিধি মান, আমি লকডাউন ছাড়া আর সব দেবো
এই মন চাই না আর স্থবির হয়ে আসুক তোমাদের পথ চলা।
আমি চাই অর্থনৈতিক মুক্তি ফিরে আসুক কৃষক শ্রমিক মজুরে
কলকারখানা চলুক হরদমে

যদি স্বাস্থ্যবিধি মান, আমি খুলে দিবো অফিস আদালত গাড়ি ঘোড়া
ফিরে পাবে জীবনের চঞ্চলতা-
মুক্তি পাবে গৃহবন্ধী হতে
যদি চাও দিয়ে দিবো নির্বাসন করোনার ভীতি মালা

শুধু চাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চল জীবন জীবিকায় ঘরে বাইরে-
আমি খুলে দেবো, সব খুলে দেবো তোমাদের অভিসারে
যদি চাও, সারা বাংলা খুলে দেবো স্বাস্থ্যবিধির সনদে
যদি পাশ করো, করোনার ভীতি স্তব্দ হবে ফুলের সৌরভে
বাঙ্গালি জেগে ওঠবে স্বগৌরবে-

তুমি বাংকার হবে, স্বাস্থ্যবিধি হবে সুরক্ষা, মুক্ত জীবন
যদি চাও, খুলে দেবো- শুধু অবরুদ্ধ লকডাউন দেবো না।
বিজয় কেতন উড়ে দেবো পিচ ঢালা শহরে
লাল-সবুজ প্রান্তরে-
খুলে দেবো, লকডাউন খুলে দেবো স্বাস্থ্যবিধির সনদে ।

১৫ বছর বয়সে বিশেষ বর্ণমালা তৈরি করেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্রেইল

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়া মানেই পরিবার বা সমাজের বোঝা নন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দৃষ্টিমান মানুষের মতো বাঁচতে পারেন। এমনকি পড়ালেখা শিখে নিজ পায়েও দাঁড়াতে পারেন। তবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি। যা সম্ভব ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে।

ব্রেইল নামটির সঙ্গে সবাই কম-বেশি পরিচিত। বর্তমানে ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আর এ উপায়ে অনেক দৃষ্টিহীন মানুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কেউ কেউ আবার উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত আছেন। তবে জানেন কি? যিনি এ বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, তিনিও ছিলেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। মাত্র তিন বছর বয়সে তার চোখের আলো নিভে যায়। এরপর তিনি আজীবন শুধু শিক্ষার পেছনেই আত্মনিয়োগ করেন। আবিষ্কার করেন ছয় বিন্দুর শিক্ষাপদ্ধতি। আসলে ব্রেইল পদ্ধতি হলো, কাগজের উপর ছয়টি বিন্দুকে ফুটিয়ে তুলে লেখার এক বিশেষ কৌশল। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এ বিন্দুগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে ছয়টি বিন্দুর নকশার কোনটি কোন বর্ণ, তা বোঝার চেষ্টা করে শিক্ষাগ্রহণ করে।

লুই ব্রেইল ১৮০৯ সালের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী ৪ঠা জানুয়ারিকে 'বিশ্ব ব্রেইল দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। তিনি একজন ফরাসি আবিষ্কারক ও শিক্ষক। ফ্রান্সের কুপভ্রে এলাকায় তিনি এক চামড়া ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই-বোনের মধ্যে লুই ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তার বয়স যখন তিন বছর; তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। আকস্মিকভাবে তার এক চোখে সুঁইয়ের আঘাত লাগে। আর ওই সময় ভালো চিকিৎসাব্যবস্থা ও অ্যান্টিবায়োটিক না থাকায় লুইয়ের আঘাতপ্রাপ্ত চোখ আরও সংক্রমিত হতে থাকে। এরপর তার দুই চোখেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। লুই ব্রেইল চিরদিনের মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীতা বরণ করেন।

১০ বছর বয়সে ব্রেইল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী রাজকীয় এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। তিনি বরাবরই একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞান ও গানের প্রতি ছিলেন আগ্রহী। পরবর্তীতে চার্চের অর্গ্যান যন্ত্রবাদক হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। পাশাপাশি তরুণদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষক হয়ে ওঠেন।

ব্রেইল ১৫ বছর বয়সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বর্ণমালা তৈরি করেন। এটি ছিল তার স্বপ্ন। পাঁচ বছর পর ১৮২৯ সালে ব্রেইল পদ্ধতি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন জ্যামিতিক প্রতীক এবং বাদ্যযন্ত্রের চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল এ বর্ণমালায়। ২০ বছর বয়সে লুই অন্ধদের কল্যাণে ব্রেইল শিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এজন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেন। একে তো কিছু দেখতেন না, তার ওপরে চলাফেরা, কাজসহ নানা দায়িত্ব পালনের পরেও ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন মেধাবী লুই।

তিনি বরাবরই চেয়েছেন, তার মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষরা যেন সমাজের বোঝা হয়ে না থাকেন। তারাও যেন সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারেন। এ জন্যই লুই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কার করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। এক থেকে ছয়টি বিন্দু স্পর্শ করেই বর্তমানে বিশ্বের লাখ লাখ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। পদ্ধতিটি বিশ্বের সর্বত্র পরিচিতি পেয়েছে এবং প্রচলিত সব ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রেইল পদ্ধতি কী : ব্রেইল কোনো ভাষা নয়। এটি একটি লিখন পদ্ধতি। চার্লস বারবিয়ে কর্তৃক উদ্ভাবিত যুদ্ধকালীন সময় রাতে পড়ার জন্য যে উত্তল অক্ষরের প্রচলন ছিল তা পর্যবেক্ষণ করে লুই ব্রেইল কাগজে উত্তল বিন্দু ফুটিয়ে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার নামেই এই পদ্ধতি পরিচিত। পরবর্তীতে ১৮২৯ সালে তিনি স্বরলিপি পদ্ধতিতেও প্রকাশ করেন ব্রেইল শিক্ষা। ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণটি ছিল আধুনিক যুগে বিকশিত প্রথম ক্ষুদ্র বাইনারি লিখন পদ্ধতি।

ছয়টি বিন্দু দিয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা হয়। এ উপায়ে ৬৩টি নকশা তৈরি করা যায়। একেকটি নকশা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা বা যতিচিহ্ন প্রকাশ করা হয়। ৬টি বিন্দু বাম ও ডান দুটি উলম্ব স্তম্ভে সজ্জিত থাকে। অর্থাৎ প্রতি আনুভূমিক সারিতে থাকে দুটি বিন্দু। বিন্দুগুলোর পরস্পরের আকার ও দূরত্ব থাকে অভিন্ন। যেমন- বাম স্তম্ভের ওপরের বিন্দুটি যদি উত্তল থাকে আর বাকি ৫টি সমতল থাকে। তবে নকশাটি দ্বারা ইংরেজি বর্ণমালার 'এ' বর্ণটি প্রকাশ পায়। ঐতিহ্যগতভাবে অ্যাম্বুজকৃত কাগজের ওপর ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা হয়। এর বিকল্প হিসেবে এখন অবশ্য বিশেষায়িত টাইপরাইটার ব্যবহার করে সবাই। এ টাইপরাইটারের নাম ব্রেইলার।

ব্রেইলার এক ধরনের টাইপ মেশিন, যাতে ছয়টি বিন্দুর জন্য ছয়টি বাটন, স্পেস বার, ক্যাপিটাল লেটার ও সংখ্যা বোঝানোর জন্য পৃথক দুটি বাটন থাকে। ব্যাকস্পেস ও পরের লইনে যাওয়ার জন্যও পৃথক বাটন থাকে। ব্রেইল টাইপ রাইটারে শক্ত ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয়। যাতে স্ফুটিত অক্ষরগুলো সহজে ভেঙে না যায়। সাধারণত ১৪০ থেকে

১৬০ জিএসএমের কাগজ ব্যবহৃত হয়। ব্রেইল ব্যবহারকারীরা রিফ্রেশেবল ব্রেইল ডিসপ্লে ব্যবহার করে থাকে। এর মাধ্যমে কম্পিউটারের মনিটর ও মোবাইলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সমর্থনযোগ্য ডিভাইসে পড়তে পারে। তারা স্লেট অ্যান্ড স্টাইলাসের মাধ্যমে লিখতে বা পোর্টেবল ব্রেইল নোট টেকার বা কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্রেইল রাইটারে টাইপ করতে পারে।

এ বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করে লুই ব্রেইল ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। তার এ আবিষ্কারের কারণেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছেন। তবে এটি আবিষ্কারের পর লুই এর গ্রহণযোগ্যতা পাননি। কারণ ইনস্টিটিউটে ব্রেইল পদ্ধতি গৃহীত হয়নি। হাউয়ের উত্তরাধিকারীরা এ আবিষ্কারের বিপক্ষে ছিলেন। এমনকি ইতিহাস বই ব্রেইলের ভাষায় অনুবাদ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ড. আলেকজান্ডার ফ্রাঙ্কোরেন পেইনিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়।

জন্মের পর থেকে লুই ব্রেইল শারীরিকভাবে সবসময়ই অসুস্থ থাকতেন। ৪০ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। এরপর অবসর গ্রহণ করেন। তার শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হতে থাকলে তার বাসভবন কুপভ্রে-তে নিয়ে আসা হয়। জন্মদিনের ঠিক দু'দিন পরই ১৮৫৩ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন লুই ব্রেইল। তার মৃত্যুর দুই বছর পর ছাত্রদের চেষ্টায় ইনস্টিটিউট অবশেষে তার বর্ণমালার পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পরে এটি ফরাসি ভাষাভাষিদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ২০০৯ সালে তার দ্বি-শতবর্ষ জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে বিশ্বের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। এতে তার জীবন, কর্ম ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় বেলজিয়াম এবং ইতালিতে দুই ইউরো, ভারতে দুই রুপি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ডলার মূল্যমানের মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। জানুয়ারি মাসে এই গুণী মানুষের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে বিডিডিটি টিমের পক্ষ হতে বিনম্র শ্রদ্ধা।

অনিকের সাফল্যের গল্প

অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিবন্ধীত্বকে জয় করে জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ অনিক মাহমুদ (২২)। তিনি নিজেকে থামিয়ে রাখতে চান না, নিয়ে যেতে চান আরো সামনের দিকে। পৌঁছাতে চান চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে। অনিকের বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায়। জন্মগতভাবে অনিকের দুই পা অনেক চিকন ও ছোট। অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা। শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ হওয়ায় হুইল চেয়ারেই তার বেড়ে ওঠা। আর হুইল চেয়ারে করেই প্রতিবন্ধীত্বকে জয় করে ইতোমধ্যে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন তিনি। দক্ষতার সাথে ফ্রিল্যান্সারের মাধ্যমে কাজ করে এখন প্রতিমাসে আয় করছেন ৭০-৮০ হাজার টাকা। একই সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠানে আরো কয়েকজন তরুণ বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

ফাইভার এবং আপওয়ার্কে কাজ করছেন তিনি। বর্তমানে শুধুমাত্র টিশার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন এই প্রতিবন্ধী তরুণ। ফাইভারে লেভেল-২ সেলার এবং আপওয়ার্কে টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তিনি কাজ করে চলেছেন। শুরুর গল্পটা নিয়ে অনিক মাহমুদ বলেন, কম্পিউটারের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিলো। ২০১২ সালের দিকে বাড়ি থেকে হুইল চেয়ার করে কম্পিউটার শিখতে যেতাম আধা কিলোমিটার দূরে। তারপর বাবাকে অনুরোধ করে পোড়াদহ হাইস্কুল মার্কেটে একটা কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট ও স্টেশনারিজের দোকান দিলাম। নিজে কিছু একটা করবো এমন সিদ্ধান্ত থেকেই আমার এগিয়ে যাওয়া শুরু।

২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের পর পড়ালেখা করা হয়নি এই প্রতিবন্ধী তরুণের। তবে দোকানে বসেই সবসময় কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তিনি। এরপর ২০১৮ সালের শুরু থেকে অনলাইনে গ্রাফিক্স ডিজাইনের ওপর তিনমাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একই সাথে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে ফ্রিল্যান্সিং

এর ওপর কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি অনেক বড় বড় ফ্রিল্যান্সারের পরামর্শ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এভাবেই প্রতিদিন ১৫-১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কম্পিউটারে কাজ করেন তিনি।

অনিক ২০১৯ সাল থেকে মোটামুটি কাজ পাওয়া শুরু করেন মার্কেটপ্লেসে। টিশার্টে ডিজাইন নিয়েই মূলত তার কাজ শুরু। প্রথম কাজ পান আপওয়ার্ক থেকে। সেটি ২৫ ডলারের। আর সর্বোচ্চ একটি প্রোজেক্ট থেকে তিন হাজার ডলারের কাজ করেছেন তিনি। এখন আর তাকে বায়ার খুঁজে পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। প্রচুর কাজের অর্ডার তিনি পেয়ে থাকেন। নিজের তৈরি ডিজাইনের টিশার্ট বিদেশিদের পরে থাকতে দেখলে ভালো লাগে জানিয়ে অনিক বলেন, ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে ফাহিম উল করিম নামের বিছানাবন্দী এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দেখে আমি প্রেরণা পাই। সে যদি বিছানায় থেকে সফলতা লাভ করতে পারে তবে আমি কেন হুইল চেয়ারে বসে পারবো না?

অনিক মাহমুদ বলেন, আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আমার বাবা-মায়ের সহযোগিতায় আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমি যেখানে বসবাস করি সেটি অনেকটাই গ্রামাঞ্চল। যেখানে ২ বছর আগেও ভালোভাবে ইন্টারনেট সেবা সবার নাগালের মধ্যে ছিলো না। তাই কাজ শিখতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনিক বলেন, আমার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিলো তাই আমি পেরেছি। ইচ্ছা ছিল জীবনে এমন কিছু একটা করবো, যেখানে কারো কাছে কাজের জন্য যাওয়া লাগবে না, বরং আমার প্রতিষ্ঠানেই কিছু তরুণের চাকরি দেবো। সেক্ষেত্রে এখন অনেকটাই সফল আমি। আর এই দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির কারণেই আজ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনিক মাহমুদ বলেন, বড় একটি আইটি ফার্ম গড়ে আগামীতে আরো তরুণ ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবো এটাই আমার স্বপ্ন। এখন তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল চালাই। কিন্তু ভারতে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রাইভেট গাড়ি রয়েছে। আমি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তেমন প্রাইভেট গাড়ি চালাতে চাই, এটাও আমার স্বপ্ন।

ফ্রিল্যান্সার হতে হলে প্রচুর ধৈর্য্যের প্রয়োজন। এ কারণে অনেক তরুণ কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন না। তাই কখনোই ভেঙে পড়া যাবে না উল্লেখ করে অনিক মাহমুদ বলেন, আমি কখনো নিজেকে দুর্বল ভাবি না, অন্য মানুষের মতোই নিজেকে মনে করি। আর কাজ করে যাই নিজের স্বপ্ন পূরণে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিজেকে প্রতিনিয়ত আপডেট রাখাও জরুরি। তাই এখনো নতুন নতুন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হই।

অনিকের বাবার নাম মো. মোজাহার আলী। তিনি হালসা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। দুই ভাইয়ের মধ্যে অনিক ছোট। বড় ভাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। মোজাহার আলী বলেন, দুই ছেলের মধ্যে এই ছোট ছেলেকে নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য গর্ব করি। সবাই এখন অনিকের বাবা বলেই আমাকে চেনেন। মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামসেদ আলী জানান, কিছুদিন আগে স্মার্ট কার্ড (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র) দিতে গিয়ে তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রোল মডেলে পরিণত হয়েছেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে আজ সফল ফ্রিল্যান্সার হয়ে কাজ করছেন। বেশ ভালো আয় করছেন। তার দেখাদেখি আরো মানুষ এগিয়ে আসুক এমনটাই আমার প্রত্যাশা।

হুইলচেয়ারে করে ২৫০ মিটার উঁচুতে উঠলেন পা হারানো পর্বতারোহী

তথ্যসূত্র: ডয়চে ভেলে

মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দুঃসাহসিক কাজ করেছেন প্রতিবন্ধী এক পর্বতারোহী। তিনি হুইলচেয়ারে করে ২৫০ মিটার উঁচুতে উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ওই পর্বতারোহীর নাম লাই চি ওয়াই। হংকংয়ের এই বিখ্যাত পর্বতারোহী গাড়ি দুর্ঘটনায় পা হারানোর আগে ক্লাইম্বিংয়ে চারবার এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। একসময় সারাবিশ্বে অষ্টম ছিলেন তিনি । গত ১৬ই জানুয়ারি ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হুইল চেয়ার চালিয়ে ২৫০ মিটার উঁচুতে ওঠেন ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যক্তি। ১০ বছর আগে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় সাবেক এই পর্বতারোহীর কোমরের নিচের

অংশ অবশ হয়ে যায়। এরপরও দমে যাননি। হুইল চেয়ারে করে ক্লাইম্বিং মিশন চালিয়ে যান। তবে এতদিন কোলুন উপত্যকার ৩০০ মিটার উঁচু নীনা টাওয়ারের চূড়ায় উঠতে পারেননি। শনিবার এই অসাধ্য সাধন করেন লাই চি ওয়াই। এরপর তিনি বলেন, আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম, পাহাড়ে ওঠার সময় পাথর বা ছোট ছোট গর্তগুলোতে ধরা যায়, কিন্তু এখন আমার গ্লাস দিয়ে শুধু তারের দড়ির ওপর ঝুলে থাকতে হয়। তবে এই দুঃসাহসিক কাজে রোগীদের জন্য ছয় লাখ ৭০ হাজার ৬৩৯ ডলার সংগ্রহ করতে পেরে তিনি আনন্দিত। লাই চি ওয়াই বলেন, আমি প্রতিবন্ধিতা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এখনও স্বপ্ন দেখতে পারি, যা পছন্দ করি সেটি করতে পারি। তবে অনেকেই প্রতিবন্ধী মানুষের অসুবিধাগুলো বুঝতে পারেন না । তাদের ধারণা আমরা দুর্বল, অসহায় এবং আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।

টিকা পেতে অ্যাপে আবেদন যেভাবে

করোনাভাইরাসের টিকা পেতে নিবন্ধন করতে হবে অ্যাপে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এই অ্যাপটি তৈরির কাজ শেষ করেছে। টিকা পেতে 'সুরক্ষা' নামের এই অ্যাপে ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে।

এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা গেছে, অ্যাপটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। স্মার্ট মোবাইল ফোনে অ্যাপটি ডাউনলোড করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ থেকেই নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধনের জন্য ফোন নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, নাম, জন্মতারিখ, অন্য কোনো শারীরিক জটিলতা আছে কিনা, পেশা ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি করোনাভাইরাসের দুই ডোজ করে টিকা পাবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের বিস্তারিত তথ্য অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে। ভারতসহ অনেক দেশ টিকাদানে এ ধরনের অ্যাপ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। কারা আগে টিকা পাবেন, সেই অগ্রাধিকারের তালিকাটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।

অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো সব তথ্য সার্ভারে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। কারা কোন সময়ে টিকা পাবেন তাও অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে। একই সঙ্গে প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার পর পরবর্তী ডোজ কত দিন পরে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কিত তথ্যও এসএমএসে জানিয়ে দেওয়া হবে। কারণ কোটি কোটি মানুষ যখন টিকা কর্মসূচির আওতায় আসবে, তাদের সুশৃঙ্খল রাখতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা ছাড়া বিকল্প নেই। অ্যানালগ পদ্ধতিতে এটি সম্ভব নয়। বিশ্বের অনেক দেশেই অ্যাপের মাধ্যমে টিকাদান কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। বাংলাদেশও এই প্রক্রিয়ায় টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

আসছে ইমোশন রিকগনিশন প্রযুক্তি

জার্মানির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফ্রাউনহফার ইন্সটিটিউট ইমোশন রিকগনিশন নিয়ে কাজ করছে। ফেসিয়াল রিকগনিশনের মতো এই প্রযুক্তিও ভবিষ্যতে নজরদারিতে ব্যবহৃত হতে পারে। একেক মানুষ একেকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। তাই একই আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে একেকজনের মুখের অভিব্যক্তি একেক রকম হয়। জার্মানির ফ্রাউনহফার ইন্সটিটিউট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে এসব অভিব্যক্তি চেনার সফটওয়্যার তৈরির চেষ্টা করছে কিন্তু সব সংস্কৃতির মানুষই কি একইভাবে রাগ, ভালো লাগা প্রকাশ করে?

ফ্রাউনহফার ইন্সটিটিউটের ইয়েন্স গারবাস বলেন, ''মুখের অনেক অভিব্যক্তি দেখে আবেগ বোঝা যায়। যেমন পেশির নড়াচড়া, হাসি, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি। বেশিরভাগ সংস্কৃতিতে বিষয়টা একই। মানুষ হিসেবে আমি মুখ দেখে যতটা আবেগ বুঝতে পারি সেটা সফটওয়্যারকেও শেখানো যায়। এবং এক্ষেত্রে সফলতার হার অনেক বেশি।''

ফ্রাউনহফারের বিজ্ঞানীরা মুখের অভিব্যক্তির ছবি দিয়ে সফটওয়্যারকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা প্রয়োজন কেন?

গারবাস বলেন, ''একটা সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে মেশিন ও মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়। যেমন এর মাধ্যমে সোশ্যাল সিগন্যাল ও মুখের অভিব্যক্তি সম্পর্কে অটিস্টিক শিশুদের প্রশিক্ষণ দিতে রোবটকে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গাড়িচালানোর সময়ও এর ব্যবহার আছে। চালকের মানসিক অবস্থা বোঝা, তিনি বেশি চাপে আছেন কিনা, কোনো কিছু নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আছেন কিনা, তা বোঝা যেতে পারে।''

ইয়েন্স গারবাস বলেন, ''এই প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের উপর নজর রাখা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাই এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা ভালোভাবে জানবো যে, এটা দিয়ে কী করা যায়, আর কী যায় না। এছাড়া প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে থাকাটাও জরুরি।''

তাদের সফটওয়্যার দিয়ে এখনও নজরদারি করা হচ্ছে না বলে জানান ফ্রাউনহফারের বিজ্ঞানীরা। ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এখন সেটা দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইমোশন রিকগনিশন প্রযুক্তি কাজ শুরু করলে মানুষের আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে।

আইটি বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক মার্কুস বেকেডাল বলেন, ''তখন আমরা ভাব প্রকাশে আরো সতর্ক হবো। ফলে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারবো না। সবসময় মনে হবে আমাদের কেউ দেখছে। সুতরাং হাসো। নইলে ভবিষ্যতে এই ছবি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। ইতিমধ্যে চীনে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া শুরু করেছে। আমার আশা, জার্মানিতে যেন কখনও এমন অবস্থা তৈরি না হয়।''

চীনে ব্যাপকভাবে ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে উদ্দেশ্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। হলিউডের মাইনোরিটি রিপোর্ট মুভিতে ২০ বছর আগে যা দেখানো হয়েছে এখন সেটা বাস্তবে চলে এসেছে। টম ক্রুজ যেমন নজরদারির মধ্যে ছিলেন, এখন চীনে সেটা হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যতটা ভাবছি, ভবিষ্যৎ তার চেয়েও কাছে চলে এসেছে।

কৌতুকের কাতুকুতু

(১) ঝামেলা শুরুর আগেঃ

এক ব্যক্তি চায়ের দোকানে গিয়ে বলল্লো ঝামেলা শুরুর আগে এক কাপ চা দাও। ওয়েটার চা নিয়ে এলো। চা শেষ করে বলল্লো ঝামেলা শুরুর আগে একটা সিগারেট দাও। এবার সিগারেটও দেয়া হলো। সিগারেট শেষ করে বলল্লো ঝামেলা শুরুর আগে আরেক কাপ চা দাও! এবার ওয়েটার চায়ের সঙ্গে বিলও আনল। বল্লো স্যার, এই যে আপনার বিল। আর বার বার বলতাছেন, ঝামেলা শুরুর আগে, তা এই ঝামেলাটা কিসের, লোকটি জবাব দিল, আমার কাছে কোনও টাকা-পয়সা নাই। তুমি বিল চাইলেই ঝামেলা শুরু হবে, তাই বার বার বলছিলাম, ঝামেলা শুরুর আগে!

(২) অর্ধেক কাজঃ

এক অলস ব্যক্তি অফিসের জন্য কম্পিউটার কিনতে গিয়েছে। শোরুমে যাওয়ার পর সেলসম্যান জানতে চাইল, কী ধরনের কম্পিউটার চাই? লোকটি জানালো, সবচেয়ে ভালো মানের কম্পিউটার দিন। এবার সেলসম্যান একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার দেখিয়ে বলল, স্যার, এই কম্পিউটার আপনার কাজের চাপ অর্ধেক করে দেবে!' শুনে লোকটি উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিল, তাহলে এমন কম্পিউটার দুটো নিলেই তো আমার পুরো কাজ হয়ে যাবে! আমাকে আর কিছুই করতে হবে না!

(৩) পারি না স্যারঃ

শিক্ষক ক্লাসে ক্লাস নিচ্ছেন। ভয়ে এবং ঘুম ঘুম চোখে হারুন ক্লাস করছে। এমন সময় স্যার সবাইকে পড়া জিজ্ঞেস করা শুরু করল। পড়া প্রায় কেউই পারছিল না। আর স্যারও সবাইকে বেতপেটা করছিলেন। এক সময় শিক্ষক হারুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হারুন এমনিতে কোন সহজ পড়াও বলতে পারে না। অথচ আজকে অনেক কঠিন পড়া ধরেছেন স্যার। খুব বিরক্তি নিয়ে স্যার হারুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বলো, ছাত্ররা ক্লাসে সবচেয়ে বেশি কোন বাক্যটা বলে? হারুন উত্তর দিল, পারি না স্যার! শিক্ষক বেশ খুশি হয়ে জবাব দিলেন, ব্রিলিয়ান্ট! হোয়াটস ইয়োর নেম? হারুন আবার জবাব দিল, পারি না স্যার! সংগৃহীত ।

লাভলী খাতুন (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী)
রিসোর্স মোবিলাইজার
বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট-বিডিডিটি
মোবা ঃ ০১৭৭৫০১৪৪৫৭

==সমাপ্ত==

আল-কুরআনুল কারীমসহ সকল প্রকার ব্রেইল করা হয়।

যোগাযোগ ঃ বিডিডিটি ব্রেইল সেকশন, বাড়ি # ২০, (দ্বিতীয় তলা)
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ই-মেইল ঃ info@bddt.org অথবা md.monirinan@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.bddt.org, মোবাইল ঃ ০১৮১৯১১৬০৫৫

প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা, পরিবেশ, জনবল ও অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টস ।

বিডিডিটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদর রোড, পশ্চিম বরগুনা, বরগুনা।

প্রতিষ্ঠান কোড-৩৮০৪৩

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধিনে-

সরকারি সার্টিফিকেটসহ-

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোর্সসমূহ:

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	৩ মাস মেয়াদি কোর্সের ফি	৬ মাস মেয়াদি কোর্সের ফি
১	কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	২৫০০	৪,০০০
২	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া	২৫০০	৪,৫০০
৩	হার্ডওয়ার এন্ড নেটওয়ার্কিং	৩০০০	৫,০০০
৪	অটোক্যাড	৩০০০	৫,০০০
৫	ভাটাবেস প্রোগ্রামিং	৩০০০	৫,০০০
৬	ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	২০০০	৪,০০০
৭	ইন্ডাস্টিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন	২০০০	৪,০০০

যোগাযোগ

মোঃ জহিরুল ইসলাম

০১৮১৯১১৬০৫৫, ০১৭৪২৩৯০২৭৫

38043.bar.bar.bddt@gmail.com

BANGLADESH DISABLED DEVELOPMENT TRUST-BDDT

কলেজ কোড-৩৮০৭৪

সাউথবাংলা পলিটেকনিক

বরগুনা

স্বল্প খরচে

আবাসিক-অনাবাসিক

৪বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

সিভিল

কম্পিউটার

ইলেকট্রিক্যাল

কলেজ ক্যাম্পাসঃ
খাজুরতলা পুরাতন
বাসস্ট্যান্ড,বরগুনা

বিডিডিটি ট্রেনিং সেন্টার
সদর রোড
পশ্চিম বরগুনা

০১৭৪২৩৯০২৭৫,০১৮১৯১১৬০৫৫

ফেব্রুয়ারি ২০২১, ● পঞ্চম বর্ষ ● ৩৮তম সংখ্যা ● মূল্য: দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে, অন্যদের জন্য হাদিয়া ২০০ টাকা

10 IN 4 COL

Published by : Bangladesh Disabled Development Trust-BDDT
Phone : 01819116055, E-mail : info@bddt.org, www.bddt.org